তারিখ 06 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩-৬ কলাম ২

যুগান্তর

রূপগঞ্জে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে গরুর হাট

এ হাই মিলন, *রূপগঞ্জ থেকে*

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় সরকারদলীয় প্রভাবশালী নেতা ও স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নামমাত্র টাকায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে বেশ কয়েকটি গরুর হাটের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে প্রভাবশালী নেতারা এসব হাটের ইজারার নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে আসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা ইজারার টাকার নামমাত্র দিচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয়। গরুর হাটের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোনো ধরনের অনুমোদন ছাড়া প্রশাসনকে ম্যানেজ করে আরও বেশ কয়েকটি অবৈধ গরুর হাট বসানো হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসন জানিয়েছে, অবৈধ গরুর হাট বসতে দেয়া হবে না।

- ইজারার টাকা যায় নেতাদের পকেটে
- শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত

ইজারার দর কম হওয়ায় গোলাকান্দাইল হাট থেকে সরকার রাজস্ব প্রায় অর্ধেক পাচ্ছে। গোলাকান্দাইল হাট কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর বলেন, এখন উপজেলার আনাচেকানাচে যেভাবে বৈধ ও অবৈধ গরুর হাট বসানো হচ্ছে, এর ফলে সরকার থেকে ইজারা নেয়া গোলাকান্দাইল হাটে ধস নেমে এসেছে। এ হাটে ক্রেতাও অনেক কমে গেছে। দুই বছর আগে গোলাকান্দাইল গরুর হাট ১ কোটি ৭ লাখ টাকা ইজারা নেয়া হয়। প্রায় অর্ধেক লোকসানের কারণে গত বছর এ হাটের ইজারা দর উঠে ৭০ লাখে।

জানা গেছে, কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গরুর হাটের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, সরকারদলীয় প্রভাবশালী নেতা ও স্থানীয় প্রশাসন। প্রতি বছরই লাখ লাখ টাকা ইজারা উঠলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পাচ্ছে নামমাত্র। বাকি অর্থ লুটপাট হচ্ছে। কোনো কোনো হাটের আয় ৫ থেকে ২০ লাখ, আবার কোনো কোনো হাটে ৩০ থেকে ৪০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এবার ইউসুফগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়, পলখান উচ্চবিদ্যালয়, বেলদি ফাজিল মাদ্রাসা, মুড়াপাড়া ডিগ্রি কলেজ, ভুলতা উচ্চবিদ্যালয়, জনতা উচ্চবিদ্যালয়ের নামে গরুর হাটের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সোমবার দুপুরে টেন্ডারের মাধ্যমে এ অনুমোদন দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারহানা ইসলাম। ছয়টি হাটের দর ধরা হয়েছে ৮৪ হাজার টাকা। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নামমাত্র অর্থে এ টেন্ডার দেয়া হয়েছে। তারাব পৌরসভার বরপা বালুরমাঠ, নোয়াপাড়া জামদানি পল্লী মাঠ ও কাঞ্চন পৌরসভার ত্রিশকাহনিয়া সাত্তার জুট মিল উচ্চবিদ্যালয়ের নামে হাট বসানো হচ্ছে। এছাড়া মসজিদের উন্নয়নের নামে স্বর্ণখালী বাজার হাট, নলপাথর হাটসহ বেশ কয়েকটি অবৈধ গরুর হাট বসানো হয়েছে। জনতা উচ্চবিদ্যালয়ের নামে গরুর হাটটি সারা বছরই সপ্তাহে একদিন বসে থাকে। সে হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির তেমন উন্নয়ন নেই। এছাড়া সারা বছর হাট বসানোর অনুমোদন নেই।